নির্বাচিত মঙ্গলকাব্যে তন্ত্রের উপাদান: ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে

পিএইচ.ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষক

বিশ্বজিত্ ঘোষাল

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. অনন্যা বড়ুয়া

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

২০২৩

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

নির্বাচিত মঙ্গলকাব্যে তন্ত্রের উপাদান : ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বিভিন্ন ধর্ম ও উপধর্মকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কবিরা দেবতার যে প্রশস্তিগান রচনা করেছন সেগুলিই কালক্রমে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত হয়। 'মঙ্গল' শব্দটি মাহাত্ম্য প্রচারমূলক যে কোনো রচনা বোঝাতে ব্যবহৃত হত, তা সে চরিতসাহিত্যের ক্ষেত্রে, পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক সংস্কৃত পুরাণের অনুবাদের ক্ষেত্রে, এমনকি তীর্থ মাহাত্ম্যসূচক রচনার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে বাংলাদেশের লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মমতের যে সমন্বয় লক্ষ করা গেছে, মঙ্গলকাব্যে কোনো একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তে, তারই পরিচয় মেলে। এই গানগুলির দেবদেবীর পূজা বা উৎসব উপলক্ষ্যে পরপর কয়েকদিন ধরে একটানা সুর-তাল সহযোগে গাওয়া হত। মানুষ বিশ্বাস করত এ গান শুনলে মঙ্গল হয়। এক মঙ্গলবার থেকে আরেক মঙ্গলবার পর্যন্ত গানগুলি গীত হবার রেওয়াজ ছিল। বাংলার সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইতিহাস গানগুলিতে বিধৃত রয়েছে। কখনো লৌকিক, কখনো বা পৌরাণিক দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তনের কাহিনীতে মানুষও উপেক্ষিত থাকেনি।

সেন রাজাদের সময় থেকেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি সাধারণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করতে আরম্ভ করলেও এতকালের দেশীয় ধর্ম-সংস্কৃতির যে উপাদানসমূহ এদেশের সমাজের একেবারে মজ্জায় গিয়ে স্থান লাভ করেছিল, তা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হল না। সমাজে ক্রমে পুরনো ধর্মবিশ্বাসের মূল শিথিল হয়ে নবাগত আদর্শের ওপর আশা ও আশ্বাস স্থাপিত হল সত্য, তথাপি রক্ষণশীল এই সমাজ পুরাতনকে একেবারে পরিত্যাগ করতে পারলো না; তারা নতুনকে যেভাবে গ্রহণ করলো তা পুরাতনের রূপান্তরমাত্র হল।

তুর্কি আক্রমণের পর বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব ক্ষুণ্ণ হল। ইসলামি ভাবধারার সংস্পর্শে এসে দলে দলে মানুষ ধর্মান্তরিত হতে লাগল। অপরদিকে এই বিপর্যয়ের ফলে হিন্দু ধর্মের মানুষজন বিপন্ন বোধ করতে লাগল। সমাজের নিচু তলার মানুষেরা এত দিন ব্রাত্য ছিল; উচ্চ সম্প্রদায়ের অত্যাচার, উদাসীনতা তাদের জীবনের পাথেয় ছিল।

ইসলামি ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া সমাজে বৃদ্ধি পাওয়ায় উচ্চ হিন্দু সমাজ তড়িঘড়ি করে নিম্ন সমাজের সঙ্গে মিলনের আবশ্যকতা অনুভব করল। লৌকিক দেব-দেবীদের কিছুটা অনিচ্ছাবশত হলেও তারা গ্রহণ করল। কিন্তু গ্রহণ করলেও লৌকিক দেব-দেবীদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। এর পূর্বে এঁরা লৌকিক ও অপৌরাণিক গ্রামীণ আদর্শ

থেকেই উদ্ভূত। চণ্ডী, মনসা, ধর্ম, বাশুলী প্রভৃতি লৌকিক অর্থাৎ গ্রামের দেব-দেবী বাঙালি আর্যেতর সংস্কার বহন করেছেন। মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা অনেক আগে থেকেই ছড়ায়, পাঁচালি, ব্রতকথায় নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করেছিলেন। উচ্চ অভিজাত সমাজে স্থান পাওয়া অত সহজ নয়। এইসব দেব-দেবীদের পরিবর্তিত করা হল পৌরাণিক আদর্শে এবং সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চার পরিমার্জনে।

সুতরাং দেবতা বিশেষভাবে বনেদি হয়ে উঠলেন। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত লৌকিক দেব-দেবীদের মহিমা কীর্তন বিশেষ রীতি অনুযায়ী একদল কবি কাব্যের মাধ্যমে সাধারণ জনমানসে শুনিয়েছেন। মধ্যযুগের বাংলার সমাজ এই নতুন ও পুরনোর মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্যবিধান করে পরস্পর বিপরীতমুখী দুটি সংস্কারকে একসূত্রে গেঁথে দেবার চেষ্টা করেছে।

মঙ্গলকাব্যগুলি তারই ফলস্বরূপ বলা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মঙ্গলকাব্যের কালসীমা বেঁধে দেওয়া থাকলেও উনিশ শতকে এর ক্ষীণ প্রভাব লক্ষ করা যায়। উনিশ শতকে খুবই কম লেখা হয়েছে মঙ্গলকাব্য, কিন্তু তার মধ্যে সময়ের চিহ্ন ধরা পড়েছে।

মঙ্গলকাব্যগুলি ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে কাব্যের কাহিনীর মধ্যে কবির নিজস্ব দর্শনের পাশাপাশি সমকালীন ধর্মজিজ্ঞাসার নানা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ধর্ম হল জীবনচর্যার ফসল। তার জন্য সমাজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী থাকে। অনেক সময় কবিদের জীবনেও সেই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

নিজের বিশ্বাসের জায়গা থেকে কবিরা অনেক সময় সরে আসেন, আবার সেই বিশ্বাসের জায়গায় অনেক কবি থিতু হয়ে অন্য বিষয়ে তারা মতামতও দেন। কবিদের কাব্য রচনার পাশাপাশি তারা একেধারে সমালোচক এবং পর্যবেক্ষকও বটে। তাই তাদের বক্তব্য একেধারে কাব্যের শিল্পিত রূপ তথা সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি।

মঙ্গলকাব্যের ধরন ও শ্রেণি অনুযায়ী দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণিতে আছে প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি- *মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল*। দ্বিতীয় শ্রেণিতে রয়েছে অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি- *অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল, বাশুলীমঙ্গল, গোসানীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল* ইত্যাদি। এছাড়াও আরো অনেক অপ্রধান মঙ্গলকাব্য আছে। মূলত যে কাব্যগুলি আমি গবেষণায় আলোচনার মধ্যে রেখেছি সেগুলোর উল্লেখ আমি এখানে করেছি।

'তন্ত্র' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়-'তন্' ধাতুর উপর স্ট্রন্ প্রত্যয়। 'তন্' ধাতুর অর্থ বিস্তৃত করা। বংশবিস্তারের ক্ষেত্রে একটি মুখ্য অর্থ- তন্+অয়ট্= তনয়। মনিয়ার উইলিয়মস্ এর মতে পুরানো পুঁথিপত্রে তন্ত্রের প্রজননার্থক ব্যবহার বিরল নয়।[১] অনেকসময় নানা অর্থে তন্ত্র শব্দটি আমরা ব্যবহার করে থাকি। কৃষিকাজে, মানবীয় প্রজননে, জাদু বিদ্যায় তন্ত্রের অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়।

শক্তি সাধনার চর্চা বাংলাদেশে নতুন নয়, বহু যুগ ধরে এর অনুশীলন চলে আসছে। কখনো জনসাধারণের সমক্ষে আবার কখনো তা লোকসমাজের বাইরে এর অভ্যাস আমরা দেখেছি। মঙ্গলকাব্যের কবিরাও এর ব্যতিক্রম নন। শক্তি সাধনার সঙ্গে তন্ত্রের যোগাযোগ সুপ্রাচীন। সমালোচক মহেন্দ্রলাল সরকার-এর মতে-'শক্তি তন্ত্র-সাধনার প্রধান স্তম্ভ। এই শক্তির স্ফুরণে নানা তত্ত্বের ও পরমতত্ত্বের অনুভব।'[২]

ধর্মীয় দিক থেকে তন্ত্রের উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশে। বিশুদ্ধ মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতার সমন্বয় এখানে ঘটেছে। তন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত গুহ্য। মঙ্গলকাব্যের কবিদের রচনায় এই তন্ত্রোক্ত উপাদান নানা ভাবে এসেছে। কখনো দেব-দেবীদের বন্দনায় কিংবা পূজা অর্চনায় তন্ত্রের উপাদান সরাসরি এসেছে। কবিদের মধ্যেও অনেকে তন্ত্রের ধর্মাচরণে বিশ্বাসী ছিলেন, সেক্ষত্রে সরাসরি কাব্যে তার প্রতিফলন দেখা যায়। আবার কিছু কবিদের ক্ষেত্রে তন্ত্রের ক্রিয়াকলাপে সরাসরি যুক্ত না থাকলে পূর্বজ কবিদের অনুসরণ করেছেন পরোক্ষ ভাবে। সেখানেও তন্ত্রানুসঙ্গ এসেছে।

মঙ্গলকাব্যের কবিদের কাব্যে কোথায় কোথায় তন্ত্রের অনুসরণ হয়েছে এবং কীভাবে কবিরা তন্ত্রের উপাদান কাব্যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন আমার গবেষণায় আমি সেটাই দেখানোর চেষ্টা করেছি; তার সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সমাজের প্রতি কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি এই গবেষণায় আলোচিত হয়েছে।

অধ্যায় বিভাজন:

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়- তন্ত্র সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা ও মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়

দ্বিতীয় অধ্যায়- মঙ্গলকাব্যের ধারা: প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিতে তন্ত্রের উপাদান

ক. মনসামঙ্গল

খ. চণ্ডীমঙ্গল

গ. ধর্মমঙ্গল

তৃতীয় অধ্যায়- মঙ্গলকাব্যের ধারা: অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিতে তন্ত্রের উপাদান

ক. অন্নদামঙ্গল

খ. কালিকামঙ্গল

গ. গোসানীমঙ্গল

ঘ. বাশুলীমঙ্গল

ঙ. শীতলামঙ্গল

৪. উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

ভূমিকা

বাংলাদেশে মুসলমান আক্রমণের পর সমাজে ও সাহিত্যে নতুন করে উচ্চ ও নিম্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে একাত্মক প্রভাব দেখা গেল। সাধারণ মানুষ প্রথমে ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের অত্যাচার সহ্য করত। তারপর বাংলাদেশে প্রথমে পাঠান আমল, তারপর এল মুঘল আমল। শুরু হল বিধর্মীকরণের অত্যাচার। ফলে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দারুণ বিপর্যয়ের ফলে সাধারণ মানুষের মনে শান্তি বা স্থিরতা ছিল না। দেশের শাসক যখন অত্যাচারী তখন সাধারণ মানুষ কার স্মরণ নেবে? তাই বিপদে-আপদে মানুষ ভয়ে-ভক্তিতে দেবতার স্মরণ নিত। এই অত্যাচার শুধুমাত্র নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। উচ্চ হিন্দু সম্প্রদায় প্রবল ভাবে এই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছিল। বাঁচার তাগিদে তারা একে অপরের হাত ধরার চেষ্টা করল।

হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য চণ্ডী দেবীর পরিকল্পনা, সাপের বিষদন্ত থেকে আত্মরক্ষার জন্য মনসার পরিকল্পনা ইত্যাদি। তাই মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা ভক্তের কাছে বরাভয় মূর্তিতে উপস্থিত হয়েছেন। একদা এই সমস্ত আর্যেতর গ্রাম্য দেব-দেবী নিম্ন সমাজে পূজিত হলেও ধীরে ধীরে অস্থিরতার সময়ে সমন্বয়ের যুগ শুরু হলে তাঁরা উচ্চবর্ণের শ্রদ্ধালাভ করতে শুরু করলেন। তাঁদের পূজা-অর্চনা সমস্ত কিছুই পরিবর্তিত হতে লাগল শাস্ত্রীয় সমর্থনে। এছাড়াও আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় লক্ষণীয় যেসব কবিরা দেব-দেবীর বন্দনা গান গেয়েছেন তাঁরা বেশিরভাগ সমাজের উচ্চ শ্রেণির প্রতিনিধি। তাঁরা শাস্ত্রের আলোকে কাব্যের দেব-দেবীদের পরিশীলিত করে তুললেন।

মঙ্গলকাব্যের কাহিনির ক্ষেত্রে মূল কাহিনি ধারা মূলত তিনটি- *মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল* । এছাড়া অন্যান্য অপ্রধান ধারার মধ্যে- *অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল, বাশুলীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অনার্য ধারার মধ্যে তন্ত্র ও শক্তিতত্ত্বের ধারণা প্রাচীনকালে নীচু শ্রেণির মানুষের মধ্যে চলে আসছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সমর্থন সে কোনোকালে পায়নি। রাষ্ট্রিক বির্পযয়ের দরুন মূল ধারার স্রোতে তার কিছুটা উচ্চ সংস্কৃতির সঙ্গে ঠাঁই হয়। বাংলা

মঙ্গলকাব্যের ধারায় দেব-দেবী থেকে শুরু করে তাঁদের কাব্যে কতটা তন্ত্রের উপাদান গৃহীত হয়েছে সেটাই আমার আলোচ্য বিষয়।

২. তন্ত্র সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা ও মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়

এই অংশে তিনটি ধারায় অধ্যায়টি বিভাজিত হয়েছে। প্রথম অংশে উল্লেখিত হয়েছে 'তন্ত্রের উদ্ভব'। বাংলাদেশে তন্ত্রের অনুশীলন বহু আগে থেকে। নির্দিষ্ট দিন, তারিখ বলা সম্ভব নয়। এর উৎসস্থল প্রাচীন বঙ্গভূমি। এই বাংলাদেশে তন্ত্রানুশীলন অনেক কাল থেকে। সমাজ, শ্রেণি যেসব বিষয় অনুমোদন করে না তন্ত্রে সেগুলি প্রধান্য পায়। ধর্মের কোনো বাঁধা ধরা নিয়ম বা অনুশাসন নেই। যেকোনো ধর্মের মানুষ এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্র ধর্মের পরিবর্তন দেখা যায়। নানা ধর্মের উপাদান এই ধর্মে মিশ্রিত হয়েছে।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিরোধিতা এবং নারীকেই সমস্ত শক্তির মূল বলে ধরা হয় তন্ত্রে। যেসব ভোগবৃত্তি মনুষ্য জীবনকে এত চঞ্চল করে সেগুলি তন্ত্র একেবারে পরিহার করে না, বৃত্তিগুলি জীবনে এমনভাবে চলমান যে, তাদের বিনাশে জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। তত্ত্বের অধিকারের দ্বারা তন্ত্র তাদের পরিশীলিত করতে চায়। স্থূল বৃত্তিগুলিই সূক্ষে পরিণত করাই এ সাধনার প্রথম স্তর। মহাশক্তিকে গ্রহণ করে জীবনের প্রবৃত্তিগুলিকে সজীব ও সুতীক্ষ্ম করা ও তাদের পূর্ণ বিকাশ করাই তন্ত্রের লক্ষ্য।

দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত 'তন্ত্র সম্পর্কে সাধারণ ধারণা'। তন্ত্র নিয়ে সাধারণ জনমানসে নানা কৌতূহল বিদ্যমান। অনেকের মতে 'ব্ল্যাক ম্যাজিক' এর উলটো পিঠ হল তন্ত্র। তন্ত্রের গভীর দর্শন অনেকের অজানা। শক্তি তত্ত্বের বিষয়ের সঙ্গে অনেকাংশে তন্ত্রের মিল পাওয়া যায়। তন্ত্র শব্দের ব্যাপক অর্থ নানারকম হতে পারে। সমালোচক উপেন্দ্রকুমার দাস-এর মতে-'সংস্কৃত ভাষায় তন্ত্র শব্দটির অর্থ বহুব্যাপক। শাস্ত্রমাত্রই তন্ত্র। জ্যোতিষের অংশবিশেষের নাম তন্ত্র। সাংখ্যদর্শনকে তন্ত্র বলা হয়। আচার্য শঙ্কর তাকে তন্ত্রনামক স্মৃতি বলেছেন।'[৩] তন্ত্রের প্রকৃত বিষয় কী এই অংশে সেটিই উপজীব্য। তন্ত্রের ক্ষেত্রে এই বক্তব্য পরিষ্কার। তন্ত্র পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরোধী। তন্ত্র মতে, নারী কখনো অধঃপতিত হতে পারে না, ইচ্ছেমতো দীক্ষাদাত্রীও হতে পারেন। অসংখ্য নীচ জাতীয় গুরুর উল্লেখও তন্ত্রে দেখা যায়, যাঁদের মধ্যে হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল সকলেই আছেন। এর পাশাপাশি তন্ত্রশাস্ত্রে আচার এক প্রসিদ্ধ বিষয়। আচার শব্দে সাধনার পদ্ধতি বা প্রণালী বোঝায়। এই তান্ত্রিক অনুশাসন অবলম্বন করে সাধককে অগ্রসর হতে হয়। প্রত্যেক আচার একে অপরের থেকে ভিন্ন, তাতে বিভিন্ন নির্দেশ আছে যা অবলম্বন করে আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মবিকাশ করতে হয়।

তৃতীয় অংশে বর্ণিত 'মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে তন্ত্রের সম্পর্ক'। ধর্মঠাকুর বাদে অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যের দেবতা নারী। নারী শক্তিই প্রধান তন্ত্রে। নারী শক্তির সঙ্গে সমার্থক করে তোলা হয়েছে শক্তিতত্ত্বের দর্শন। প্রধান মঙ্গলকাব্যের ধারার মধ্যে মনসা, চণ্ডী তো বটেই পাশাপাশি অপ্রধান মঙ্গলকাব্যে অন্নদা, বাশুলী, গোসানী, কালিকা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি

দেবী মূল স্থান অধিকার করে আছে। শক্তিতত্ত্বের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের নানা দেবীর উৎপত্তি সূত্র তাৎপর্যের দিক থেকে অনেকাংশে এক। তাই সেদিক দিয়ে বলা যায় মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের সঙ্গে তন্ত্রের নিবিড় সম্বন্ধ বিদ্যমান।

৩. মঙ্গলকাব্যের ধারা: প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিতে তন্ত্রের উপাদান

প্রধান মঙ্গলকাব্যের তালিকায় প্রথমে আছে *মনসামঙ্গল* । মঙ্গল গানগুলির মধ্যে সর্পদেবী মনসার মহিমা ও পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত *মনসামঙ্গল* কাব্যধারাই প্রাচীনতম বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। চৈতন্য-পূর্ব যুগের *মনসামঙ্গল*-এর কবি হিসেবে এই কাব্যধারার প্রাচীনতম কবি কানাহরি দত্ত, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল-এর নাম উল্লেখযোগ্য। শতাধিক কবি চাঁদ সদাগর-বেহুলা-মনসার কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। এর সঙ্গে হরিবংশ ও ঊষা-অনিরুদ্ধের কাহিনী যুক্ত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কাব্যের নাম কোথাও *পদ্মপুরাণ,* কোথাও *মনসার ভাসান* আবার কোথাও *মনসার জাগরণ* । বাঙালির অনমনীয় পুরুষকার যে দৈবশক্তিকে প্রতিহত করতে পারে, তার আশ্চর্য কাহিনী *মনসামঙ্গল* কাব্যে স্থান পেয়েছে। *মনসামঙ্গল*-এর কবিদের রচনায় সূক্ষ্ম বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, লৌকিক সাহিত্যের বিশিষ্টতা, হাস্যরস, ভৌগোলিক জ্ঞান, শাস্ত্রজ্ঞান মূর্ত হয়ে উঠেছে।

দুই বাংলার কবিরা এই ধারাকে পুষ্ট করেছে। তন্ত্রের উপাদান সবথেকে বেশি পরিলক্ষিত হয় উত্তরবঙ্গের কবিদের মধ্যে। বিপ্রদাস পিপিলাই পশ্চিমবঙ্গের কবি। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের দু'জন বিশিষ্ট কবি জগজ্জীবন ঘোষাল এবং তন্ত্রবিভূতি। তাঁদের কাব্যের বন্দনায় দেবতা ধর্মের উদ্ভাস। সপ্তদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যের নবতর শাখা *ধর্মমঙ্গল* ভূমিষ্ঠ হচ্ছে। মনসার কবি হয়েও পরম সাধনায় তাঁরা সেখানে গড়ে তুলেছেন যুগসৃষ্ট ধর্মের ভিত্তি প্রস্তর।

অপরদিকে সপ্তদশ শতাব্দীর অপর কবি তন্ত্রবিভূতি। তাঁর *মনসাপুরাণ* –এর *দেবখণ্ড*-এ স্বয়ং শিব ধর্মপুজো করেছেন। আবার চাঁদের শিব আরাধনায় 'হেটমুখ ঊর্ধ্বপদ'-এর উল্লেখ বারংবার আছে। সাধনায় বারবার ফিরে এসেছে কায়া সাধনার প্রভাব। উনিশ শতকের কবির মধ্যে আছেন রাধানাথ রায় চৌধুরী। উনিশ শতকের যুগ বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি দেবী মনসা, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতাদের পরিকল্পনায় উঠে এসেছে তন্ত্র প্রভাব।

মৃত্যুর ওপরে জীবনের জয় ঘোষণা তন্ত্র সাধনার লক্ষ্য। এ জীবন ভোগ-বিরতি-সুখ-দুঃখের লৌকিক জীবনকে অগ্রাহ্য করে। তন্ত্রবিভূতির কাব্যে বারেবারেই এসেছে সেই বাসনা ব্যতীত জীবনের জয় ঘোষণা। মনসার সঙ্গিনী নেতার নিজের হাতে পুত্রবধ এবং তাকে পুনর্জীবন দানের ঘটনায় তন্ত্রের প্রভাব লক্ষণীয়।

তন্ত্রসাধনার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য *মনসামঙ্গল* কাব্যে ধরা পড়েছে। সেটি হল মহাজ্ঞান মন্ত্র। *মনসামঙ্গল* ও নাথ সাহিত্যের ক্ষেত্রে লৌকিক বিশ্বাস মোটামুটি এই রকম-মহাজ্ঞান যতক্ষণ সিদ্ধ পুরুষের আয়ত্ত্বাধীন ততক্ষণ কেউ তার ক্ষতি করতে পারবে না। বিষবিদ্যা এবং শরীরবিদ্যা-যোগ ও তন্ত্র এই দুই সাধনার ধারা *মনসামঙ্গল* কাব্যধারায় একাকার হয়ে গেছে। বিষাধিকার দেহসাধনা-দেহের মধ্যস্থিত মৃত্যু বিষকে নিয়ন্ত্রণ আরহ অনুশীলনের

মাধ্যমে তা উৎপাদন করা-দুয়ের ক্ষেত্রেই দেবী মনসা এবং তার সঙ্গিনী নেতার ভূমিকা চাঁদ সওদাগর বা ধন্বন্তরির চেয়ে কম নয়।

প্রধান মঙ্গলকাব্যের তালিকায় দ্বিতীয় শাখায় আলোচিত *চণ্ডীমঙ্গল* । *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের দেবী পরিকল্পনায় তন্ত্রের প্রভাব লক্ষণীয়। দেবী চণ্ডিকার সঙ্গে গোধিকার সম্পর্কের উৎস *কালিকাপুরাণ* ও *বিশ্বসারতন্ত্র*-এ। যখন কালকেতু সুবর্ণ গোধিকাকে গৃহে আনয়ন করে ভক্ষণ বা বলির উদ্দেশ্যে, সেই বলির প্রসঙ্গ তন্ত্রে উল্লেখিত। *কালিকাপুরাণ*-এ চণ্ডিকার প্রীতির জন্য গোধা বলিদান করার উপদেশ পাওয়া যায়। *বিশ্বসারতন্ত্র*-এর পঞ্চম পটলে বলা হয়েছে, গোধা মাংসে গুহ্যকালী তুষ্টা হন। সেই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে চণ্ডীরূপী সুবর্ণ গোধিকার আনয়ন ও তার বধ প্রসঙ্গ কিছুটা তন্ত্রের উপাদান সম্পৃক্ত। *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্যের দুটি কাহিনী লক্ষ করা যায়। আখেটিক খণ্ড ও বণিক খণ্ড। আখেটিক খণ্ডের নায়ক ব্যাধ কালকেতু, বণিক খণ্ডের নায়ক ধনপতি সদাগর। দুটি কাহিনীর সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। উভয়খণ্ডেই দেবী চণ্ডীর মহিমা কীর্তিত হলেও তাঁর স্বরূপ এই দুই কাব্য খণ্ডে আলাদা। প্রথম খণ্ডে তিনি পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, দ্বিতীয়টিতে হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়ার দেবতা।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী। মুকুন্দ চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গের কবি। আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, মানসিংহ যখন বাংলার সুবেদার, তখন তিনি তাঁর কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্যকে তিনি *অভয়ামঙ্গল, চণ্ডিকামঙ্গল, অম্বিকামঙ্গল* প্রভৃতি নামে পরিচায়িত করেছেন। তাঁর রচনায় বাস্তবনির্ভর কাহিনীবিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টি, কৌতুকরস সৃষ্টির নৈপুণ্য লক্ষ করা যায়। তাঁর কাব্যে সর্বপ্রথম ঔপন্যাসিকের গুণ লক্ষ করা যায়। কাব্যধারার পূর্বতন কবির প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করলেও তাঁর আপন প্রতিভার সাক্ষ্য তিনি তাঁর রচনায় রেখেছেন। প্রথাগত, গণ্ডিবদ্ধ কাহিনী কলেবরের শৃঙ্খলে তাঁর কবিত্বের স্ফূরণ ক্ষুণ্ণ হয়নি। মুকুন্দ চক্রবর্তী-র কাব্যে তন্ত্রের উপাদান খুবই সামান্য, পুরাণের উপাদান বেশি।

এই কাব্যধারার আরেকজন কবি দ্বিজমাধব। এঁনার কাব্য অন্যান্য জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। অন্যদিকে কবি দ্বিজমাধব-এর কাব্যে তন্ত্রের অনুষঙ্গ বেশি পরিমাণে আছে। তাঁর কাব্যের নাম তিনি দিয়েছেন *সারদাচরিত* । দ্বিজ মাধব-এর কাব্যে স্বর্গে ফেরার পর নীলাম্বরকে শিব মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে, এই মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান তন্ত্র সাধনার উপকরণ। কবির কাব্যে কলিঙ্গরাজ যে চণ্ডীপূজা করেছে তাতেও দেখা যায় তন্ত্রের অনুষঙ্গ। তিনি তাঁর কাব্যে সরস্বতীকে দেখিয়েছেন বিষ্ণুর পত্নী হিসাবে। তাঁর কাব্যে তন্ত্রশাস্ত্র *শারদাতিলক*-এর প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায়। প্রথমে সূর্য বন্দনা, তারপর অন্যান্য দেব-দেবীদের বন্দনা তন্ত্রের পূজাবিধি থেকে গৃহীত। সম্ভবত তন্ত্রের প্রভাবেই তাঁর কাব্যে যুক্ত হয়েছে গুরু বন্দনা। কাব্যকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় কাব্যের সর্বত্র তন্ত্রের বহু উপাদান লক্ষণীয়। তাঁর কাব্যের পুঁথি কেবলমাত্র পূর্ববঙ্গ, বিশেষত চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সপ্তগ্রাম থেকে চলে গিয়ে সম্ভবত তিনি পূর্ববঙ্গে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং সেখানে তাঁর রচনা অনুসরণে *চণ্ডীমঙ্গল*-এর একটি নির্দিষ্ট ধারার সৃষ্টি হয়েছিল।

চণ্ডীমঙ্গল-এর আরেক কবি দ্বিজ রামদেব দ্বিজমাধব-এর অক্ষম অনুকরণ করেছেন কাব্যে। সেখানে এসেছে তন্ত্রের উপাদান। অন্যান্য কবিদের মধ্যে আছেন মুক্তারাম সেন, ভবানীশঙ্কর দাস, রামানন্দ যতি । এখানে রামানন্দ যতি একই সঙ্গে কবি ও সমালোচকও বটে। তাঁর না-পসন্দের জায়গাগুলি তিনি কাব্যে তুলে ধরেছেন। এইসব কবিদের কাব্যে তন্ত্রের উপাদান এসেছে সমাজের নিরিখে। কবিদের কাব্যে তন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ যুগ পরিচয় বিদ্যমান।

প্রধান মঙ্গলকাব্যের তালিকায় তৃতীয় শাখায় আলোচিত *ধর্মমঙ্গল* । ধর্মঠাকুরের ধারণা কোনো একটি ধর্ম থেকে নেওয়া হয়নি। তন্ত্র, নাথ, শৈব, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও বিষ্ণু উপাসনার সঙ্গে ধর্ম উপাসনা এক হয়ে গেছে। কাব্যের বিশেষত্ব এই যে, এটি শুধু রাঢ় অঞ্চলেই রচিত হয়েছিল। তখন রাঢ় বলতে বোঝাত পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে ময়ূরাক্ষী, দক্ষিণে দামোদর এবং পশ্চিমে ছোটনাগপুর পার্বত্যভূমি-বেষ্টিত ভূ-ভাগকে। অর্থাৎ বর্তমান বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং মুর্শিদাবাদ অঞ্চল। এই অঞ্চলের ধর্মমত, আচার পদ্ধতি, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাস কাব্যে ফুটে উঠেছে। ধর্মকে বুদ্ধ, কচ্ছপ, যম, সূর্য, বিষ্ণু, বরুণ ইত্যাদি নানারূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ধর্ম মূলত আদিবাসীদের সূর্যদেবতা। পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশ তারা হিন্দু ভাবাপন্ন হয়ে উঠে ধর্মঠাকুরের পূজার অধিকার রক্ষা করে আসছে। মঙ্গলকাব্য রচনার যুগে সর্বস্তরের সমাজের দ্বারা ধর্মঠাকুরের প্রভাবকে স্বীকার করার ফলে উচ্চবর্ণের কবিরাও তাঁর মাহাত্ম্যসূচক কাব্য রচনা করেছেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার আরেকটি বিশেষত্ব হল, এই কাব্যের একটি ক্ষীণ ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। গৌড়ের সম্রাট ধর্মপালের পুত্রের সঙ্গে অজয় নদের দক্ষিণ তীরবর্তী একটি পার্বত্য গড়ের অধিপতি ইছাই ঘোষের যুদ্ধবৃত্তান্তেই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। এই গড়ের নাম ঢেকুড়গড়, পরে ইছাই ঘোষ যার নাম পরিবর্তন করে রাখেন ত্রিষষ্ঠী গড়। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যের নায়কের নাম লাউসেন, ইনি গৌড়ের এক সামন্তরাজ কর্ণসেনের পুত্র, তাঁর রাজধানীর নাম ময়নাগড় যা বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত।

ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। তাঁর রচনায় 'লাউসেনের জন্ম' পালায় দেখতে পাওয়া যায়, মহামদ তার ভাগ্নে লাউসেনকে হরণ করার জন্য 'নিদুটি মন্ত্র' জানা চোর ইন্দা মেটেকে নিয়োগ করেছেন। 'নিদুটি মন্ত্র' এক ধরনের ব্ল্যাক ম্যাজিক। এই ব্ল্যাক ম্যাজিকের ধারণা তন্ত্র প্রসূত। এই কাব্যে হেঁয়ালি জিজ্ঞাসার নামে একটি বিশেষ বিষয় প্রচলিত আছে। কাব্যে গোলাহাট পালায় লাউসেন ও কর্পূর যখন সুরিক্ষার গৃহে আতিথ্য গ্রহণে বাধ্য হয়েছে তখন ধর্মঠাকুরের কৃপায় তার উদ্ধার পেলে সুরিক্ষা তাঁদের হেঁয়ালি জিজ্ঞাসা করেছিল। তন্ত্রের প্রভাবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় কারণ তন্ত্রের যে জীবন রীতি তা কখনো সহজসাধ্য পথ নয়, নিজের জ্ঞানের মাধ্যমে এই হেঁয়ালি সমাধান করা সম্ভব নয়। যথাযথ গুরুই এই পথ থেকে তাকে সঠিক মার্গে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। সুরিক্ষার হেঁয়ালি লাউসেন যথাযথ প্রজ্ঞার সাহায্যেই সমাধা করেছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার আরেকটি বৈশিষ্ট্য সহজিয়া তন্ত্রাচার। কায়াসাধনার মাধ্যমে দেহভাণ্ডে অমৃত ভাণ্ডের সন্ধান। কাব্যে 'শালে ভর' বা 'হাকন্দ সেবন' অংশে তন্ত্রাচার সম্পৃক্ত সাধন ক্রমের যে হদিস দেওয়া হয়েছে তা এক রকম

জীবনের চলমানতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। *ধর্মমঙ্গল* কাব্যধারার অন্যান্য কবিদের মধ্যে মানিকরাম গাঙ্গুলী, রূপরাম চক্রবর্তী একই ধারার অনুবর্তক মাত্র। কাহিনীর ধারা একই। নিজস্ব রীতিতে তাঁরা কাহিনীর মাত্রা এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তন্ত্রের অনুষঙ্গ সেখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এসেছে।

৪. মঙ্গলকাব্যের ধারা: অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিতে তন্ত্রের উপাদান

মঙ্গলকাব্যের অপ্রধান শাখার মধ্যে অনেক মঙ্গলকাব্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ভারতচন্দ্র রায় রচিত *অন্নদামঙ্গল* এই শাখার অন্যতম কাব্যগ্রন্থ। কাব্যটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত- *অন্নপূর্ণামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ* । দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক এই কাহিনীতে সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণের গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। অন্নপূর্ণা লৌকিক চণ্ডী, পুরাণবর্ণিত চণ্ডীর প্রভাবে মধ্যযুগের শেষভাগে অন্নদায় পরিণত হয়েছেন এবং নিষ্ঠুর শক্তিদেবী থেকে শুভঙ্করী হয়ে উঠেছেন। দেবীমহিমা বর্ণনার পাশাপাশি কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তি বর্ণনা ও কৃষ্ণনগরের রাজবংশের প্রশস্তি রচনা করেছেন। এরই পাশাপাশি নবাব আলীবর্দী খাঁর শাসনকালে দেশে বর্গির হাঙ্গামা, বিদেশি বণিকদের চক্রান্ত, সমাজের স্বার্থপরতা, দুর্নীতি প্রভৃতি ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা নানা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীকে লক্ষ করলে দেখা যাবে সময় ও পরিবেশ উভয়ই সাধারণ মানুষের অনুকূল নয়। একদিকে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে রাজসিংহাসন টালমাটাল অপরদিকে বর্গী আক্রমণের মতো ভয়ংকর, দুর্বিষহ পরিবেশ বাংলার বুকে ঘনায়মান কালরাত্রির মতো নেমে এসেছিল। সাধারণ মানুষ একদিকে রাজশাসনের নামে অপশাসনের সম্মুখে প্রতিদিন লড়াই করতে বাধ্য হচ্ছিল, অপরদিকে কালাপাহাড়ের মতো বর্গীর অত্যাচার প্রতিনিয়ত সাধারণ জনমানসকে জাঁতাকলে পিষ্ট করছিল। এরই মধ্যে ধর্ম নিয়ে মানুষের নিরন্তর সংকট, সমাজের অভ্যন্তরীণ বিপর্যয় সাধারণ মানুষকে সরাসরি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে বাধ্য করছিল। সমাজে স্থিতিশীলতা অপেক্ষা সাধারণ মানুষ সবসময় এই প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছিল যে কোন শক্তি বা ধর্ম তাদের মননের সহায়ক হবে বা স্থিরতা প্রদান করবে। ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা বা এক ধর্মের অপর ধর্মের প্রতি সহানুভূতি ক্রমেই এই সময় বিলীয়মান বিন্দুর মত মানুষের মধ্যে ঠাঁই পাচ্ছিল; সেইজন্য সাধারণ মানুষের অভীষ্ট ছিল এই ভরাডুবি থেকে উদ্ধার করবে এমন এক শক্তি যা তাদের পথ চলার সহায়ক হবে।

এই সময়ের বুকে দাঁড়িয়ে এই যুগ বৈশিষ্ট্যকে বহন করে যেসব কবিরা কাব্যরচনা করেছেন তাঁরা কেউই এই যুগদায়কে এড়িয়ে সাহিত্যসৃষ্টি করতে পারেননি। প্রত্যেক কবিই এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে সুচারু শিল্পীর মত তাঁদের কাব্যে বয়ন করেছেন। *শিবায়ন*-এর কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে *মহারাষ্ট্রপুরাণ* রচয়িতা গঙ্গারাম দত্ত প্রত্যেকেই এই অস্থির সময়ের সাক্ষী ছিলেন, যুগজিজ্ঞাসাকে তাঁদের কাব্যে যথাযথভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। মঙ্গলকাব্যধারার মধ্যে শিব, মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুর ব্যতিরেকে অন্যান্য যেসব দেবতাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে সেগুলিকে অপ্রধান মঙ্গলকাব্য রূপে ধরা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মহারাজা

কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় রচিত রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্য শুধুমাত্র মঙ্গলকাব্যধারার শ্রেষ্ঠ সম্পদ নয়, বাংলা কাব্যসাহিত্যের অন্যতম সেরা সৃষ্টি। অষ্টাদশ শতাব্দীর সময়ের পাশাপাশি এই কাব্য আমাদের জীবনের বাস্তবতার প্রতীক মাত্র। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।।'[৪] ঈশ্বরী পাটনীর এই প্রার্থনা সমাজের সব স্তরের মানুষেরই প্রার্থনা, যুগভেদে এর কোনো পরিবর্তন হবে না। যুগভেদে সব পিতার একই আকুতি । এর সঙ্গে কাব্যে আমরা দেখি শাক্তপীঠের বর্ণনা। বিস্তারিত ভাবে কবি এখানে তুলে ধরেছেন।

শক্তিতত্ত্বের বহু কথা কবি ভারতচন্দ্রের কাব্য থেকে জানা যায়। তন্ত্রোক্ত প্রসিদ্ধ দশমহাবিদ্যার বাংলার রূপ কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রথম পাওয়া যায়। পুরাণের সঙ্গে কবি তন্ত্রোক্ত শাক্তের অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। প্রথম দুটি খণ্ড এই অংশে আলোচিত।

বাশুলীমঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রে কবি মুকুন্দ মিশ্র-এর বাশুলী বা বিশাললোচনীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। এই কাব্যে কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র *মার্কণ্ডেয়পুরাণ* -এর চণ্ডীর উপাখ্যান এবং ধনপতি সদাগরের কাহিনীর আদর্শে রচিত ধূসদত্তের লৌকিক কাহিনী একত্র সন্নিবেশিত করেছেন। প্রথম পর্বে পৌরাণিক কাহিনীর দিকে লক্ষ করা যাক। কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র কবি মূলত মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর কাহিনীর মাধ্যমে দেবী চণ্ডীর একটি রূপকে পরিদৃশ্যমান করতে চেয়েছেন।

বাশুলীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয়ভাগে ধুসদত্তের লৌকিক কাহিনী সন্নিবেশিত করেছেন মঙ্গলকাব্যের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী ইন্দ্রের রাজসভায় তালভঙ্গের অপরাধে মোহিনী নর্তকীকে মর্ত্যকুলে জন্মাতে হয়। মর্ত্যে কনকার গর্ভে জন্ম নিয়ে তার নাম হয় রুক্মিণী। স্বাভাবিক ক্রমেই ধুসদত্তের সাথে তার বিবাহ হয়। ধুসদত্তের সংসারে সত্যবতী ও রুক্মিণী দুই স্ত্রী সহযোগে সংসার চলতে থাকে।

পরবর্তীকালে ধুসদত্ত বাণিজ্যে যাবার সময় দেবী বাশুলীর ঘট উপেক্ষা করলে তাকে দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়। ধুসদত্তের পুত্র গুণদত্ত জন্মালে সে পিতার উদ্ধারকার্য সমাধা করে দেবী বাশুলীর পূজা প্রচার করে-এই হল আখ্যান; এছাড়াও বিস্তৃতভাবে আরো অনেক কিছু ব্যক্ত করা হয়েছে, কিন্তু দেবীর পূজা প্রচার করাই কাব্যের মূল উদ্দেশ্য। কাব্যে দেবী বাশুলী বা বিশাললোচনা চণ্ডী চামুণ্ডা কালীর সঙ্গে অভিন্না। কাব্যে দেবী বাশুলী বা বিশাললোচনা চণ্ডী চামুণ্ডা কালীর সঙ্গে অভিন্না। ইনিই তন্ত্রের বিশালাক্ষী। তন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের পাশাপাশি লৌকিক সংস্কারপূর্ণ সামাজিক রীতি-নীতি এখানে বর্ণিত হয়েছে।

সময়ের দিক থেকে দেখলে দেখা যায় উনিশ শতকের প্রথম দিকে গোসানীদেবী এবং তাঁর পীঠস্থান গোসানমারীকে কেন্দ্র করে *গোসানীমঙ্গল* কাব্য রচিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যেও 'গোসানী' শব্দটি মাতা অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের অপর শাখা *মনসামঙ্গল* কাব্যধারার কবি নারায়ণদেব-এর *পদ্মাপুরাণ*-এ 'গোসানী' শব্দটির উল্লেখ পাই। কাব্যে সেইসময়কার সমাজচিত্রের ছবিও ফুটে উঠেছে। কাহিনীর মধ্যে কবি সেই আমলের যথাযোগ্য ছবি এঁকেছেন।

গোসানীমঙ্গল-এর কাহিনী অতীব সরল। প্রথমে শ্রীবৎস রাজা কামরূপ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন, পরে ভগদত্তের রাজ্যারম্ভ হয়। ভগদত্ত বংশ লুপ্ত হলে, কামতাপুরের নিকটস্থ জামবাড়ী গ্রামে মহাদেবের বরে কান্তেশ্বর নামে একটি বালক জন্মায়। তাঁর পিতার নাম ভক্তীশ্বর ও মাতার নাম অঙ্গনা। দরিদ্রের সন্তান কান্তেশ্বর প্রথম জীবনে এক ব্রাক্ষণের গরুর রাখাল ছিল কিন্তু তার কাজে মন ছিল না। একদা তার প্রভু কান্তেশ্বরের সন্ধানে গিয়ে দেখতে পান দুটি বিষধর সাপ ফণা বিস্তারিত করে ঘুমন্ত কান্তেশ্বরকে ছায়া প্রদান করছে।

পরবর্তীকালে বালকের কাছ থেকে রাজগুরুর পদ পাবার প্রতিশ্রুতি আদায় করেন ব্রাক্ষণ। রাজা হবার পূর্বে তার বাসস্থানের নিকটবর্তী 'কাজলীকুড়া' নামক জলাশয়ের তীরে গমন করতে এবং জলাশয় থেকে যেকোনো দ্রব্য হতে উত্থিত হলে সেগুলি স্পর্শ করার জন্য দেবী চণ্ডী কর্তৃক স্বপাদিষ্ট হন কিন্তু সে আদেশ অনুযায়ী কার্য করতে অসমর্থ হন। কুম্ভীর, মকর, সাপ দেখে সে ভীত হয়ে পড়ে। তার হাত একটি সাপের পুচ্ছদেশ স্পর্শ করায় মাত্র একপুরুষ বংশ স্থায়ী হবার কথা দেবী চণ্ডী তাকে বলে। দেবীর নির্দেশে বিশ্বকর্মা তাঁর জন্য সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন। একরাত্রির মধ্যেই রাজ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠল। পরদিন চণ্ডীর আদেশে কান্তনাথ রাজা হলেন। দেবীর স্বপাদেশে শশীপাত্র হলেন মন্ত্রী এবং বীরভদ্র কোটাল।

এবার রাজা ভাবতে বসলেন পাটরানী নিয়ে। দেবীর নির্দেশ মতো সুকাঞ্চনা, অকাঞ্চনা, সুশীলা, সুশীতলা, বনমালার সঙ্গে রাজার বিবাহ হল। আনন্দে রাজা সবসময় মত্ত, দুর্গানটীর বাড়ি গিয়ে সময় কাটান তার রূপ-মাধুর্যে খুশি হয়ে তার নামে নগরের নাম করেন 'দুর্গানগর'। রাজা এবার শিকারে যাবার জন্য উদ্দ্যোগী হলে জ্যোতিষী তাকে যেতে বারণ করলে কাজলীকুড়ায় মাছ ধরার ব্যবস্থা করা হল। অনেক চেষ্টা করেও মাছ উঠল না, দেবীর নাম স্মরণ করে যদিও বা শোল মাছ উঠল তাও চিল এসে সে মাছ নিয়ে গেল। এই দেখে জালীপত্নী উপহাস করলে জালী ও জালীপত্নীর মধ্যে বিবাদ শুরু হল। শেষে কোটালের মাধ্যমে রাজার কাছে আনীত হলে জালিনী পূর্বকথা বলতে থাকে। এখানেই আসে দুটি উপকাহিনী।

প্রথমটি শ্রীবৎস চিন্তার উপাখ্যান দ্বিতীয়টি ভগদত্তের কবচ কথা। রাজা ভগদত্ত কবচ সম্বন্ধে জানালে তা শীঘ্র উদ্ধারের ব্যবস্থা হয়। 'গোসানী' লেখা কবচটি একটি গাছের তলা থেকে উদ্ধার হয়। রাজা গোসানীর মণ্ডপ স্থাপন করে চণ্ডালিনীর উপর তার দায়িত্ব দিয়ে তাকে দেউরীর কাজ দেন। কান্তেশ্বর এরপর মৃগয়ায় গেলে বনে শিবলিঙ্গ দেখেন এবং রাত্রে মহেশ্বরের স্বপাদেশে তিনি নানা জায়গায় শিবের নামে কোটেশ্বর, বাণেশ্বর, জল্পেশ্বর, বিদেশ্বর মন্দির স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে রাজার কনিষ্ঠ পত্নী বনমালা মন্ত্রীপুত্র মনোহরের সাথে অবৈধ প্রণয় সম্পর্কে লিপ্ত থাকলে রাজা মনোহরকে বধ করে তার পিতা শশিশেখরকে সেই নিহত পুত্রের মাংস ভক্ষণ করান। রাজার এই অন্যায় আচরণে মন্ত্রী দিল্লির মোগলের স্মরণাপন্ন হন এবং তার সাহায্যে কান্তেশ্বরকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করেন।

পরবর্তীকালে কাজলীকুড়ায় স্নানকালে কান্তেশ্বর দেবী চণ্ডীর কৃপায় অন্তর্হিত হন, নবাব মনে করেন তাকে কুমিরে খেয়েছে। শশিপাত্রও যবন সংসর্গে যবন হয়ে যায়। দীর্ঘদিন রাজার অনুপস্থিতিতে দেশের অবস্থা বেহাল হয়ে পড়ে, শেষে শিবের ঔরসজাত পুত্র বেহারের রাজা হয়।দেবী গোসানীর কৃপায় আবার শান্তি ফিরে আসে। এই হল *গোসানীমঙ্গল*-এর কাহিনী। কোচবিহার অঞ্চলের লোকসংস্কারকে কবি কাব্যমধ্যে পরিবেশন করেছেন। এখানে দেবীর নামের বিশেষত্বের মধ্যে দেবী চণ্ডীরই মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। তন্ত্রানুষঙ্গ কাব্যে খুবই দুর্লভ।

কালিকামঙ্গল কাব্যের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে সেখানে দেবী কালিকার গুণ কীর্তন কম বিদ্যা-সুন্দরের রোমাণ্টিক প্রণয়োপাখ্যানের উপরে কবিরা বেশি জোর প্রদান করেছেন। এখানে দেবী কালিকা কাব্যে হয়ে গেছেন গৌণ, তাঁর ভূমিকা কিছুটা সহায়ককারীর মতো, প্রয়োজন ভিন্ন তাঁর দেখা মেলে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি ভারতচন্দ্র *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের সাথে রাজাদেশে বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনী সংযোজন করেন। তাঁকেই এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবিরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অন্যান্য কবিদের মধ্যে প্রাণরাম কবিবল্লভ, বলরাম চক্রবর্তী, রামপ্রসাদ সেন উল্লেখযোগ্য হলেও কবি ভারতচন্দ্রের মতো কেউ অনন্য সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেননি; সময়োচিত যুগ পরিবেশ দিয়ে কবি তাঁর কাব্যকে নির্মাণ করেছিলেন এবং তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন রঙ্গ-ব্যঙ্গর দৃষ্টি। অন্যান্য কবিদের কাব্যের ক্ষেত্রে সেই উপাদান অনুপস্থিত ছিল অনেকাংশে সেজন্য তাঁদের কাব্য জনপ্রিয়তার চরম শিখরে পৌঁছায়নি।

দেবী কালিকার স্বরূপ পুরাণ, তন্ত্রে নানা ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। নানা সমালোচক নানাভাবে দেবী কালিকার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। দেবী কালিকা শক্তিতত্ত্বেরই অংশ বিশেষ, স্বয়ং দশমহাবিদ্যার রূপ। কাব্যে যেমন কবিরা সমাজের নানা দিক, অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন তেমনি তন্ত্রের নানা অনুষঙ্গ, সাধন প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন। অষ্টাদশ শতকের সৃষ্টি *কালিকামঙ্গল* কাব্যধারায় মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যেরই অনুকরণ লক্ষ করা যায়। দেবী কালিকার মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক এই কাব্যধারায় বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়জ আকর্ষণের ও পরিণতির কাহিনী রূপলাভ করেছে। আধুনিক সময়ে রচিত হওয়ার কাব্যে যেমন নাগরিকতার স্পর্শ এসেছে, দেবমহিমাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে, অন্তরের আবেগধর্ম ছেড়ে কবিরা বাইরের অলংকরণেই যত্নশীল থেকেছেন।

কবি ভারতচন্দ্রের ক্ষেত্রে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশ শিরোধার্য করলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর অস্থির সময়কে কবি ভোলেননি। একদিকে বর্গী আক্রমণের ফলে সাধারণ মানুষের দুর্দশার চিত্র, অন্যদিকে সামন্ত রাজা-জমিদারদের অত্যাচার, ধর্ম নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব সবকিছুই কবি ভারতচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কবি নিজেও এই পরিবেশ সম্পর্কে অবগত ও ভুক্তভোগী ছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা রাখতে তিনি যেমন *বিদ্যাসুন্দর* -এর কাহিনী সংযোজন করলেন তেমনই সমাজের অবক্ষয়ের টুকরো টুকরো চিত্রও তুলে ধরলেন কাহিনীর চরিত্রগুলির মাধ্যমে। সেখানে আদিরসের প্রাবল্য থাকলেও কবির তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি ও গভীর মনস্তত্ত্বের জ্ঞান কাব্যের মধ্যে কুশলতা লাভ করেছে।

বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান মূলত উত্তর-পশ্চিম ভারতের কাহিনী। কাশ্মীরের কবি বিহ্লনের লেখা সংস্কৃত খণ্ডকাব্য *চৌরপঞ্চাশিকা*-আদর্শে কাব্যটি রচিত। তবে *বিদ্যাসুন্দর* কাহিনীতে যে ধর্মীয় প্রসঙ্গ রয়েছে, তা *চৌরপঞ্চাশিকা*-য় নেই। ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাংলায় এই কাহিনীর সূত্রপাত। এই পাঁচালী রচনার প্রথম কবি দ্বিজ শ্রীধর। সপ্তদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণরাম দাস, প্রাণরাম কবিবল্লভ, সাবিরিদ খান এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে বলরাম চক্রবর্তী, গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্র রায়, রাধাকান্ত মিশ্র, রামপ্রসাদ সেন প্রমুখ *বিদ্যাসুন্দর* কাহিনী রচনা করেন।

কবিরা সমসাময়িক বিষয় থেকে এই উপাদান হয়তো গ্রহণ করেছিলেন কিংবা তাঁদের ব্যক্তিগত ধর্মজীবনের প্রভাব কাব্যে পড়ে থাকতে পারে। রামপ্রসাদ নিজে তন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন তাই তাঁর কাব্যে তন্ত্রের নানা উপাদান উল্লেখিত হয়েছে। আবার কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে রাজধর্মের ছায়া।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে *অন্নদামঙ্গল* কাব্য রচনা করেন এবং রাজাদেশে *বিদ্যাসুন্দর* পালা তিনি কাব্যে সংযোজন করেন। এখানে কবির অভিপ্রায় অপেক্ষা রাজার ইচ্ছা বেশি কাজ করেছিল; তাই কাব্যে কালিকার গুণগান অপেক্ষা সমাজের ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টি কবির লেখনিতে অধিক পরিস্ফুট হয়। কালিকা সেখানে কিঞ্চিৎ গৌণ, মুখ্য ভাগ অধিকার করে আছে সমাজে বসবাসকারী মানুষের চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব, অপ্রাপ্তি এবং কড়ি মাহাত্ম্যের বিচিত্র লীলা। অপরদিকে কবি রামপ্রসাদ একাধারে সাধক এবং অপরদিকে সৃজনশীল শাক্ত সঙ্গীতের রচয়িতা। কবির রচনায় সমাজের ক্রূর দৃষ্টি নেই এমন কথা বলা যাবে না কিন্তু তাতে মিশে আছে তন্ত্রদর্শনের গূঢ় অভিব্যক্তি এবং উপাসকের অন্তরের ভালোবাসা। কবি রামপ্রসাদের শাক্তসঙ্গীতগুলি সমাজ, সংসার এবং কালের দিক থেকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি উল্লেখযোগ্য কবির অন্যান্য রচনাগুলি। সেই রচনাগুলির মধ্যে কবির *বিদ্যাসুন্দর* কাব্য অন্যতম।

কবি রামপ্রসাদের দেখার দৃষ্টি একদম সাধারণ মানুষের চোখ দিয়ে। সাধক হলেও আর্থিক কষ্ট তাঁর জীবনকেও পীড়িত করেছে। সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়া দ্বন্দ্ব, ধর্ম নিয়ে ব্যভিচার সবকিছুই তিনি প্রত্যক্ষত দেখেছেন। সবথেকে বড় কথা কারোর আদেশ তাঁর উপর শিরোধার্য ছিল না, তিনি লিখে গেছেন আপন প্রাণের আনন্দে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিজে শাক্ত মত পোষণ করতেন, তাই তার ইঙ্গিত ভারতচন্দ্রের কাব্যে ধরা পড়েছে। সুন্দরের দেবী আরাধনা, চৌতিশা স্তব, মশানে দেবী কালিকার আরাধনা ইত্যাদি বিভিন্ন অংশে তন্ত্রের ভাবধারা লক্ষণীয়।

শীতলামঙ্গল-হল এই গবেষণার পরের অংশ। দেবী শীতলা হলেন সরস্বতী-লক্ষ্মী-মনসার প্রভাবে উৎপন্না বসন্ত রোগের দেবী। শীতলামঙ্গল কাব্যের ক্ষেত্রে দেবী শীতলার পূজার প্রচার মূল উদ্দেশ্য। যেখানে যেখানে দেবী শীতলার প্রাধান্য স্বীকৃত হয়নি কাব্য মধ্য দেখা যায় দেবী শীতলা সেখানে গিয়ে নিজের মারণবাহী রোগ বিস্তার করেন এবং সাধারণ মানুষকে তাঁর বশ্যতায় নিয়ে আসেন। অনেকক্ষেত্রে মৃত্যু দিতেও তিনি পিছপা হন না।

পুরাণের ক্ষেত্রে *স্কন্দপুরাণ*-এর *কাশীখণ্ড* থেকেই শীতলার বাহন সহ স্বীকৃতিলাভ শুরু। ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সমাজে নিম্নশ্রেণি তথা সাঁওতাল, কোল, ভিল ইত্যাদি জাতির কাছে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দেবী শীতলার পুরাণে উত্তরণ বা অনুপ্রবেশ বহু পরে ঘটে। সমাজের স্তরের বিন্যাসে লৌকিক দেবতার স্থান মূল পরিসরে দেবতার পাশে ঠাঁই পেতে বহু লড়াই প্রয়োজন। তাই সেক্ষেত্রে দেবী শীতলার ঠাঁই হলেও তাঁর অনুচর বর্গের স্থান তাঁর পাশাপাশি থাকলেও মূল দেবতারূপে তাদের সমাজে স্থান অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে।

শীতলামঙ্গল-এর কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তী। এছাড়া অন্যান্য যেসব কবির নাম পাওয়া যায় তারা হলেন- কৃষ্ণরাম দাস, হরিদেব, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর, দ্বিজ দুর্গারাম, মাণিকরাম গাঙ্গুলী, রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রমুখ। এছাড়া অপ্রকাশিত *শীতলামঙ্গল* কবি রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-রামেশ্বর ঘোষ, কবিবল্লভ, দ্বিজ শম্ভুসুত প্রমুখ। নিত্যানন্দ চক্রবর্তী ছাড়া কোনো কবিরই পূর্ণাঙ্গ কাব্য পাওয়া যায় না। অনেকের ক্ষেত্রে পুঁথি খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। হরিদেব-এর *শীতলামঙ্গল* আটটি পালা পাওয়া যায়। অন্যান্য কবিদের খণ্ড খণ্ড পালার সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন- শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর-এর '*শীতলার বিবাহপালা*', দ্বিজ দুর্গারাম-এর '*শীতলার জন্মপালা*', মানিকরাম-এর '*মুনিপুর পালা*', রামেশ্বর ভট্টাচার্য-এর '*মগপূজা পালা* 'ইত্যাদি। মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বন্দনাখণ্ড, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, দেবখণ্ড, নরখণ্ড এই ছককে অবলম্বন করে কবিরা কাব্য লেখেননি। কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তী-র কাব্যরচনায় দেবখণ্ড, নরখণ্ড এরকম মান্যতা দেওয়া হয়নি। দেবী শীতলা নিজেই প্রচারে করেছেন তাঁর পূজা। কোনো অভিশপ্ত পুরুষ বা নারীও দেখা যায় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কবিরা পুরাণ, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল-এর প্রভাব স্বীকার করে কাব্য লিখেছেন; আবার কিছু ক্ষেত্রে বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ এসেছে।*শীতলামঙ্গল*-এর কাহিনী খুব সহজ, সরলভাবে প্রকাশ করেছেন কবিরা। দেবী শীতলা তার অনুচরবর্গদের সাহায্যে প্রথমে স্বর্গ, তারপর পাতাল, শেষে মর্ত্যলোকে পূজা প্রচার করেন।

কাহিনীর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে মৌলিকতা অপেক্ষা মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল-এর পরোক্ষ প্রভাবিত বা প্রত্যক্ষ প্রভাবিত বলা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কাহিনীর নিরপেক্ষতা নেই বললেই চলে। কাব্যগুণ অনেকক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই কাব্যধারায় শ্রেষ্ঠ কবি কৃষ্ণরাম দাস-এর *শীতলামঙ্গল*-কাব্যে তার অনুরূপ প্রতিচ্ছবি দেখি। অনেক পণ্ডিতের মতে, বৌদ্ধ তন্ত্রের হারীতী দেবী রূপান্তরিত হয়ে দেবী শীতলায় পরিণত হয়েছেন। সেক্ষেত্রে কাব্যে তন্ত্রের উপাদান কচিৎ-কদাচিৎ দৃশ্যমান।

৫. উপসংহার

গবেষণার শেষ অংশে মূলত পুরো গবেষণার উপর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের কবিদের জীবনে নানা ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, তার মধ্যে তন্ত্রোক্ত বিষয় কবিদের কাব্যে প্রত্যক্ষ বা

পরোক্ষভাবে বহু স্থানে দেখা যায়। দেবীর শক্তিতত্ত্ব বিষয়ে নানা তথ্যের সমাবেশ কাব্যে পরিলক্ষিত হয়। অনেকক্ষেত্রে একই বিষয় ঘুরে ফিরে নানা কবিদের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে তন্ত্রোক্ত উপাদান গুলির সূত্র এই গবেষণায় পুনরাবৃত্ত হয়েছে। তন্ত্রের উপাদানের পাশাপাশি সেকালের সমাজের বিবরণ কিছু কিছু কবিদের রচনায় বিস্তারিত ভাবে পাওয়া যায়; আবার অনেক কবিদের রচনায় সামাজিক ক্রিয়াকলাপের অংশ অনুপস্থিত থেকেছে। সেখানে শুধুমাত্র সেই দেবতার বিষয় ছাড়া আর কিছু প্রতিপাদ্য নয়। তাই সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র সেটুকু বিষয়ের বিশ্লেষণ প্রতিপাদ্য করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *লোকায়ত দর্শন,* নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৩, ১৪১৬, পৃ. ৪৫০।

২. মহেন্দ্রলাল সরকার, *তন্ত্রের আলো,* নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৬।

৩. উপেন্দ্রকুমার দাস, *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা,* দ্বিতীয় খণ্ড, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ১০৪৪।

৪. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী,* বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, নবম সংস্করণ ১৯৯৭ অক্টোবর, পৃ. ১৩৭।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

১. করীম মুন্সী, আব্দুল সম্পা., *মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল ,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির, কলকাতা, ১৩২৪বঙ্গাব্দ।

২. কয়াল, অক্ষয়কুমার সম্পা., *প্রাণরাম কবিবল্লভের কালিকামঙ্গল* , সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯১।

৩. কয়াল, অক্ষয়কুমার সম্পা., *রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল* , ভারবি, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৫।

৪. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ সম্পা., *রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গল,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯।

৫. চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ সম্পা., *বলরাম কবিশেখরের কালিকামঙ্গল ,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৩৭ ও ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

৬. চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ সম্পা. , *বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী* , বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৯৫।

৭. চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার সম্পা., *রামদাস আদকের অনাদিমঙ্গল* , বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির, কলকাতা, ১৪৪৫ বঙ্গাব্দ।

৮. চৌধুরী রায়, রাধানাথ, *পদ্মাপুরাণ* , দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা, ২০১৭ জুন।

৯. দত্ত, বিজিত ও দত্ত, সুনন্দা সম্পা., *মাণিকরাম গাঙ্গুলী বিরচিত ধর্মমঙ্গল* , কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।

১০. দত্ত, রাজচন্দ্র সম্পা., *ভবানীশঙ্কর দাস-বিরচিত মঙ্গল-চণ্ডী-পাঞ্চালিকা,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।

১১. দাস, আশুতোষ সম্পা., *তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণ,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০।

১২. দাস, আশুতোষ সম্পা., *দ্বিজ রামদেব বিরচিত অভয়ামঙ্গল,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।

১৩. দাস, আশুতোষ সম্পা., *কবিকঙ্কণচণ্ডী,* দে'জ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ২০১৭।

১৪. দাস, সজনীকান্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পা., *ভারতচন্দ্র রচনাবলী,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, শ্রাবণ ১৪২৫।

১৫. নস্কর, সনৎকুমার সম্পা., *কবিকঙ্কণচণ্ডী,* রত্নাবলী, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৭।

১৬. নস্কর, সনৎকুমার সম্পা. , *মুকুন্দ চক্রবর্তী বিরচিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী : ধনপতি উপাখ্যান,* জে. এন. ঘোষ অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪।

১৭. নস্কর, সনৎকুমার সম্পা. , *কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গল* , বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪।

১৮. নস্কর, সনৎকুমার ও চৌধুরী, দেবায়ন সম্পা. , যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-র *সাধক কবি রামপ্রসাদ,* ছোঁয়া, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০২০ জানুয়ারি।

১৯. পাল, নৃপেন্দ্রনাথ সম্পা., *রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী বিরচিত গোসানীমঙ্গল,* অণিমা প্রকাশনী, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ১৪২৩ আষাঢ়।

২০. প্রামাণিক, বর্ণালী, *চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুই কবি-মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি: তুলনামূলক অধ্যয়ন,* উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৯

২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবলচন্দ্র ও সিংহরায়, শুভেন্দু সম্পা., *কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্রের বাশুলীমঙ্গল* বা *বিশাললোচনীর গীত,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

২২. বিশ্বাস, অচিন্ত্য সম্পা., *বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল,* রত্নাবলী, কলিকাতা, ২০১৫।

২৩. বিশ্বাস ,অচিন্ত্য সম্পা., *জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল,* রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১০ ফেব্রুয়ারি।

২৪. ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ সম্পা., *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১।

২৫. ভট্টাচার্য, সুধীভূষণ সম্পা., *দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় , ১৯৬৫।

২৬. ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র ও দাস, আশুতোষ সম্পা., *জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪।

২৭. মণ্ডল, পঞ্চানন সম্পা., *মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল,* ভারবি, কলকাতা, ২০১৭।

২৮. মহাপাত্র, পীযূষকান্তি সম্পা., *ঘনরাম চক্রবর্ত্তী-বিরচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল,* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।

২৯. মুখোপাধ্যায়, অতনুশাসন সম্পা., *শীতলামঙ্গল সমগ্র, দশদিশি* পত্রিকা, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৮-সেপ্টেম্বর ২০১৮ (৩৩ ও ৩৪তম একত্রিত সংখ্যা)।

৩০. মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু সম্পা., *ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল,* মডার্ণ বুক এজেন্সী, ২০১৭।

৩১. সেন, সুকুমার সম্পা, *মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল* , সাহিত্য আকাদেমি, দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০১৩।

৩২. রায়, ভারতচন্দ্র, *ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী* , বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৯৭।

তন্ত্রের আকর গ্রন্থ

১. *অন্নদাকল্পতন্ত্র,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৮৩।

২. জ্যোতির্লাল সম্পা., *কুব্জিকাতন্ত্রম্,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪২৫।

৩. দাস, উপেন্দ্রনাথ সম্পা., *কুলার্ণবতন্ত্র,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪০৭।

৪. তর্কতীর্থ, হেমন্তকুমার সম্পা., *মাতৃকাতন্ত্রম্,* নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪২০।

৫. তর্কতীর্থ, হেমন্তকুমার সম্পা., ক্রিয়োড্ডীশতন্ত্রম্, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৪।

৬. দাস, উপেন্দ্রকুমার সম্পা. ,*পরশুরামকল্পসূত্রম্* , নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪১২।

৭. দাস, জ্যোতিলাল ও নাথ, সৌম্যানন্দ সম্পা., *কামাখ্যাতন্ত্রম্,* নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১১।

৮. দাস, জ্যোতির্লাল সম্পা., *মায়াতন্ত্রম্,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৮৫।

৯. দাস, জ্যোতিলাল সম্পা. , *কামধেনুতন্ত্র,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৮৫।

১০. দাস, জ্যোতির্লাল সম্পা., *যোনিতন্ত্রম্,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪১৯।

১১. দাস, জ্যোতির্লাল সম্পা., *নীলতন্ত্রম্,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪১৮।

১২. নাগভট্ট, মহাত্মা, *বশীকরণ-তন্ত্রম্-* বা *কামরত্ন,* অক্ষয় লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১৭।

১৩. নাথ, সৌমানন্দ ও গোস্বামী, বিহারী বিজন সম্পা., *রুদ্রযামলম্(উত্তরতন্ত্রম্),* নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০৪।

১৪. বিদ্যালঙ্কার, রামতোষণ সংকলিত *প্রাণতোষণীতন্ত্র,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৮৩।

১৫. ভৈরব (গিরি),পরমাত্মানন্দনাথ স্বামী, *শ্রী শ্রী রুদ্রচণ্ডী,* নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৪ ।

১৬. ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্রমোহন সম্পা.,*কামাক্ষ্যা-তন্ত্র মন্ত্রসার* ,অক্ষয় লাইব্রেরী, কলিকাতা, ২০১৭।

১৭. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ ও মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সম্পা., কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সংকলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ* , ১ম খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ ১৯৯৭

১৮. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ ও মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সম্পা., কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত *বৃহৎ তন্ত্রসারঃ*, ২য় খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ ১৯৯৭ ।

১৯. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ অনূ., *মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রম্*, বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলিকাতা, ২০১৭।

২০. শঙ্করাচার্য, *আনন্দলহরী* , নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০৮।

২১. শাস্ত্রী, অযোধ্যানাথ অনূ. , *কঙ্কালমালিনীতন্ত্রম্*, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ২০১২।

২২. শাস্ত্রী, পঞ্চানন অনূ., *মুণ্ডমালাতন্ত্রম্* ,নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৫।

২৩. শাস্ত্রী, পঞ্চানন সম্পা., *তোড়লতন্ত্রম্*, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪২৫।

২৪. শাস্ত্রী, পঞ্চানন সম্পা. ও ব্রহ্মানন্দগিরি সংকলিত, *শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী*, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪০৮।

২৫. শাস্ত্রী, পঞ্চানন সম্পা. ও অনূ. *শারদাতিলকতন্ত্রম্*, নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৪১৮।

২৬. শাস্ত্রী, পঞ্চানন সম্পা. রঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য কৃত *আগম-তত্ত্ব-বিলাসঃ*, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৫।

২৭. শীল, কানাইলাল অনূ., *জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র*, ১২৬৯।

২৮. সর্ব্বেশ্বরানন্দ, স্বামী সম্পা., *যোগিনীতন্ত্রম্*, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৮৫।

২৯. সরস্বতী, মহাবিদ্যানন্দ স্বামী, *মহাবিদ্যাতন্ত্রম্ (তারাখণ্ডম্)*, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯০।

৩০. ত্রিপুরানন্দনাথ, শ্রীমৎ ভৈরব ও চট্টোপাধ্যায়, কুমার সুরজিৎ সম্পা., *নিগম তত্ত্বসার তন্ত্রম্*, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৪।

সহায়ক গ্রন্থ

১. অমৃতত্বানন্দ, স্বামী ,*শক্তি*, রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন, দিনাজপুর বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ ২০১৭।

২. আহমদ , আমানতউল্লা, খাঁ চৌধুরী ,*কোচবিহারের ইতিহাস* , ১ম খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, পুর্নমুদ্রণ ২০১৫।

৩. কবিরাজ, গোপীনাথ, *তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৫।

৪. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, অমাবস্যার গান, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জুন ১৯৫৫।

৫. গোস্বামী, মদনমোহন, *রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র*, নালন্দা প্রেস, কলিকাতা, ১৯৫৫।

৬. ঘোষ, বারিদবরণ সম্পা., *অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় [দ্বিতীয় ভাগ]*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৯।

৭. ঘোষ, বিনয়, *জনসভার সাহিত্য*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ২০১৭ ।

৮. চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার , *শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা*, ডি.এম, লাইব্রেরি, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৪২০।

৯. চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার, *প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার*, প্রথম খণ্ড, ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪।

১০. চক্রবর্তী, চিন্তাহরণ, *নিবন্ধ সংগ্রহ ১ তন্ত্র*, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১০।

১১. চক্রবর্তী, বরুণকুমার , *লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ২০১৬।

১২. চক্রবর্তী, শ্যামলকান্তি সম্পা., বিনয়তোষ ভট্টাচার্য-র *বৌদ্ধদের দেবদেবী*, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৫ জুলাই।

১৩. চক্রবর্তী, সুমিতা চক্রবর্তী সম্পা., প্রমথ চৌধুরী *প্রবন্ধসংগ্রহ*, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০১৩।

১৪. চক্রবর্তী, স্মৃতিকণা, *মঙ্গলকাব্য:পুচ্ছগ্রাহিতা ও মৌলিকতা* , বিদ্যা, কলকাতা, ২০১১।

১৫. চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্তী ও সেন, নবেন্দু সম্পা., *অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য পুনর্পাঠ ও পুনর্বিবেচনা*, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ২০০৬।

১৬. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, *লোকায়ত দর্শন*, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৪১৩, ১৪১৬।

১৭. চট্টোপাধ্যায়, শ্রীলেখা সম্পা., অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর *মেয়েলি ব্রত*, প্যাপিরাস,কলকাতা, ১৯৯৭।

১৮. চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর, *শাক্তপীঠ ক্ষীরগ্রাম ও দেবী যোগাদ্যা,* অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৮।

১৯. চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর, *রাঢ়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নবদ্বীপ, ২০০৮।

২০. জগদীশ্বরানন্দ, স্বামী অনূ. ও সম্পা. , *শ্রীশ্রীচণ্ডী* , উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৪১৪।

২১. জগদীশ্বরানন্দ, স্বামী, *দেবী-মাহাত্ম্য,* শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র, বেলুড়, তৃতীয় সংস্করণ ১৪২৯।

২২. ঠাকুর, পরিতোষ, গোস্বামী, বিজনবিহারী ও আমান-আল আব্দুল আযীয সম্পা. *বেদ,* হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২-১৩।

২৩. ঠাকুর, স্বপনকুমার, *দেব দেবীর বিয়ে,* কারিগর, কলকাতা, ২০২১।

২৪. ঠাকুর, স্বপনকুমার, *নাগ দেবদেবী ও সর্প ঐতিহ্য,* কারিগর, কলকাতা, ২০২৩।

২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সাহিত্য,* বিশ্বভারতী, ১৪১৭ মাঘ।

২৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ , *লোকসাহিত্য,* বিশ্বভারতী, ১৪১৯ বৈশাখ।

২৭. তর্করত্ন, পঞ্চানন সম্পা., *বৃহদ্ধর্মপুরাণ,* নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৯৬।

২৮. তর্করত্ন, পঞ্চানন সম্পা. ,*মহর্ষি মার্কণ্ডেয়-কথিতম্ কালিকাপুরাণম্* , নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৪১৯।

২৯. তর্করত্ন, পঞ্চানন সম্পা., বেদব্যাস বিরচিত *স্কন্দপুরাণ,আবন্ত্য খন্ড, নবভারত* পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৭।

৩০. দত্ত, মহেন্দ্রনাথ, *কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা,* দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, কলিকাতা, সপ্তম মুদ্রণ ২০১৮।

৩১. দাশগুপ্ত, চন্দ্র, তমোনাশ সম্পা., *নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ* , কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুর্নমুদ্রণ ২০১১।

৩২. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, *ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, নবম মুদ্রণ ১৪২৩ আশ্বিন।

৩৩. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, *ভারতীয় সাধনার ঐক্য,* বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০৭।

৩৪. দাস, উপেন্দ্রকুমার , *শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা,* প্রথম খণ্ড, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০।

৩৫. দাস, উপেন্দ্রকুমার ,*শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা,* দ্বিতীয় খণ্ড, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০।

৩৬. নস্কর, দেবব্রত , *বাংলার লোকদেবতা ও সমাজসংস্কৃতি,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৮ অক্টোবর।

৩৭. নস্কর, দেবব্রত, *চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবীঃ পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা,* দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯।

৩৮. নির্ম্মলানন্দ, স্বামী , *দুই দেবী,* ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ১৪১২ ।

৩৯. নির্ম্মলানন্দ, স্বামী , *দেবদেবী ও তাঁদের বাহন,* ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, কলকাতা, নবম সংস্করণ ১৪২৪ ।

৪০. পোদ্দার, অরবিন্দ , *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ ১৯৯৯।

৪১. প্রজ্ঞানন্দ, স্বামী, *মহিষাসুরমর্দ্দিনী,* শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৪২৫।

৪২. প্রজ্ঞানানন্দ,স্বামী, *তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা,* শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, ২০১৮ জুলাই।

৪৩. প্রজ্ঞানানন্দ,স্বামী, *তন্ত্রতত্ত্ব প্রবেশিকা,* শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, ২০১০ এপ্রিল।

৪৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলকুমার, *পৌরাণিকা,* ১ম খণ্ড, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৫

৪৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলকুমার, *পৌরাণিকা,* ২য় খণ্ড, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৮।

৪৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* তৃতীয় খণ্ড: প্রথম পর্ব, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৮-১৯।

৪৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার , *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* , তৃতীয় খণ্ড: দ্বিতীয় পর্ব, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৯-২০২০।

৪৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার সম্পা., দীনেশচন্দ্র সেনের *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য,* দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯১।

৪৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন রচিত, চৌধুরী, কমল সম্পা., *মধ্যযুগে বাঙ্গলা সাহিত্য,* দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৫ মে।

৫০. বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ, *পঞ্চোপাসনা,* ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৪।

৫১. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, *রাজসভার কবি ও কাব্য,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৮।

৫২. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম , *রামপ্রসাদ,* প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০১৪।

৫৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *ভারতচন্দ্র,* সূত্রধর, কলিকাতা, ২০২০।

৫৪. বসাক, বৈষ্ণবচরণ সংগৃহীত, *স্তবকবচ-রত্নমালা,* বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, ১৯৮২।

৫৫. বসু ,পথিক সম্পা., *বিভাব প্রবন্ধ সংকলন,* প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯৪ জানুয়ারি ।

৫৬. বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, *বাংলার লৌকিক দেবতা* , দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৭ ।

৫৭. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, *কবি ভারতচন্দ্র* , দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭ ।

৫৮. বিশী, প্রমথনাথ *বাংলা সাহিত্যের নরনারী,* মৈত্রী, কলকাতা, ১৯৬৬ ।

৫৯. ব্রহ্মচারী, তারাপ্রণব , *সাধনজীবন ও দশমহাবিদ্যা,* দে'জ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ২০১৮ মে ।

৬০. ব্রহ্মচারী, মহানামব্রত, *সপ্তসতী-সমন্বিত চণ্ডীচিন্তা,* শ্রীমহানামব্রত কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, কলকাতা, ২০১৯।

৬১. ভট্টাচার্য, আনন্দ সম্পা., *রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ,* কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ২০১৩।

৬২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস,* এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ ও সপ্তর্ষি প্রকাশনের যৌথ উদ্যোগ, কলিকাতা, মে ২০১৫।

৬৩. ভট্টাচার্য, জ্ঞানেন্দ্রনাথ , *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তন্ত্রের প্রভাব,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৮।

৬৪. ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ , *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস,* জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০০।

৬৫. ভট্টাচার্য,নরেন্দ্রনাথ, *ধর্ম ও সংস্কৃতি/প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৯ জানুয়ারি।

৬৬. ভট্টাচার্য্য, শিবপ্রসাদ, *ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ,* মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৮৭।

৬৭. ভট্টাচার্য, সুখময়, *তন্ত্রপরিচয়,* বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪।

৬৮. ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, তৃতীয় পর্ব ,* ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৫।

৬৯. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, *বাংলা দেশের ইতিহাস,* দ্বিতীয় খন্ড [মধ্যযুগ], জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রা. লি. , কলকাতা, ২০০৩।

৭০. মিত্র, অমলেন্দু, *রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর,* সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৪০৭।

৭১. মুখোপাধ্যায়, অণিমা, *সতেরো শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ২০১৬।

৭২. মুখোপাধ্যায়, প্রভাত, *মনসামঙ্গলের ইতিবৃত্ত* , সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ২০১২।

৭৩. মুখোপাধ্যায়, প্রভাত, *বাংলায় ধর্মসাহিত্য,* ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৮৮ আশ্বিন।

৭৪. মুখোপাধ্যায়, সুখময়, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম,* ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, ২০১৯।

৭৫. মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার , *প্রাক্-পলাশী বাংলা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন, ১৭০০-১৭৫৭),* কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮২।

৭৬. মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস অষ্টাদশ শতাব্দী,* কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ২০১৭।

৭৭. রায়, কার্তিকেয়চন্দ্ররচিত *ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত* ; কাঞ্চন বসু সম্পাদিত, *দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ ৩,* রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলিকাতা, ২০০২ জানুয়ারি।

৭৮. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব,* দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ ১৪১৬।

৭৯. রায়, বিশ্বনাথ সম্পা., *কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল বীক্ষা ও সমীক্ষা,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৪।

৮০. রায়, অনিরুদ্ধ ও চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী সম্পা., *মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি,* কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১২।

৮১. রায়, অশোক, *মাতৃকাশক্তি,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০২০ জানুয়ারি।

৮২. শরীফ, আহমদ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য,* প্রথম খণ্ড , নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০১৪।

৮৩. শংকরানন্দ, স্বামী, *মনসাচরিত* , সোপান, কলকাতা, ২০২১।

৮৪. সরকার, দীনেশচন্দ্র, *সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ,* দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৩৮৯।

৮৫. সরকার, মহেন্দ্রলাল, *তন্ত্রের আলো,* নবপত্র প্রকাশন , কলকাতা, ২০০৬।

৮৬. সরকার, সোমব্রত , *মাতৃকা রহস্য,* সিসৃক্ষা, কলকাতা, ১৪২৭।

৮৭. সরকার, সোমব্রত, *তন্ত্রের চৌষট্টি যোগিনী ও যোগি-যোগিনীদের কথা* , গিরিজা লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০২১।

৮৮. সরকার, সোমব্রত , *ভারতের তন্ত্রসাধক ও তান্ত্রিক সাহিত্য সংস্কৃতি,* কারিগর, কলকাতা, ২০২২।

৮৯. সান্যাল, অবন্তীকুমার, ভট্টাচার্য, অশোক সম্পা., *চৈতন্যদেব : ইতিহাস ও অবদান,* সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা, ২০০২।

৯০. সারদানন্দ, স্বামী, ভারতে শক্তিপূজা, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, দশম সংস্করণ ১৯৬৭।

৯১. সেন, সুকুমার , *প্রবন্ধ সংকলন ৩,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১৭।

৯২. সেন, সুকুমার , *প্রবন্ধ সংকলন ৪,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১৮।

৯৩. সেনশর্মা, অর্জুনদেব, *হিন্দু বাঙালির কাব্যসমাজ আদি-মধ্যযুগ,* ভারবি, কলকাতা, ২০১৫ এপ্রিল।

৯৪. সুর, অতুল, *আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী,* সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০১৬।

ইংরেজি গ্রন্থ

1. Avalon, Arthur (Woodroffe, Jhon). *Introduction To Tantra Sastra*, Jyoti Enterprises, India, 1 jan 2019.

2. Avalon, Arthur (Woodroffe, Jhon). *The Serpent Power*, Dover Publications, INC. , New York, 1958.

3. Avalon, Arthur (Woodroffe, Jhon). *Principles Of Tantra*, New Bhartiya Book Corporation, India, 2006.

4. Avalon, Arthur (Woodroffe, Jhon). *The Garland Of Letters*, Classic Wisdom, India, Reprint 2019.

5. Avalon, Arthur (Woodroffe, Jhon). *Hymns To the Goddess And Hymn To Kali*, Ganesh & Company, Madras, Third Edition 1982.

6. Avalon, Arthur (Woodroffe, Jhon). *Sakti And Sakta*, Celephais Press, Leeds, Third Edition 2009.

7. Banerji, D. *R. Pre-historic Ancient and Hindu India*, Blackie and Son (India) Limited, Bombay ,1939.

8. Bandhopadhay, Pranab. *Tantra Occultism And Spirituality*, Firma KLM Private Limited, Calcutta, 1994.

9. Banerjea, Nath, Jitendra. *Pauranic and Tantric Religion*, Calcutta University, 1966.

10. Banerjea, Nath, Jitendra. *Development of Hindu Iconography*, Calcutta University, 1941.

11. Banerjee, C. S. *A Brief History Of Tantra Literature*, Naya Prokash, India, 1 jan. 1989.

12. Banerjee, C. S. *New Light Of Tantra* , Punthi Pustak, Calcutta ,1992.

13. Banerjee, C. S. *Tantra In Bengal* , South Asia Books, India, 2nd Edition 1991.

14. Chakraborty, ChintaHaran. *The Tantras; Studies of Their Religion and Literature*, Punthi Pustak, Calcutta ,1999.

15. Sircar, C. D. Ed. *Sakti Cult and Tara*, Calcutta University, 1960.

সহায়ক পত্রপত্রিকাপঞ্জি

১. *আমাদের চারুপাঠ*, জয়দেব দাস সম্পা., প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, খড়ি প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২২ সেপ্টেম্বর,

২. *কোরক সাহিত্য পত্রিকা*, মঙ্গলকাব্য ও মঙ্গলকাব্যচর্চা সংখ্যা, তাপস ভৌমিক সম্পা., শারদীয়, কলকাতা, ২০১৬।

৩. *তবু একলব্য* , মঙ্গলকাব্য বিশেষ সংখ্যা, দীপঙ্কর মল্লিক সম্পা., চতুর্দশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, তবু একলব্য, জানুয়ারি ২০১৯।

৪. *বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা*, অঙ্কুশ ভট্ট সম্পা., উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০ মার্চ।

৫. *বাংলা সাহিত্য পত্রিকা*, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পা., দ্বিতীয় বর্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭০।

৬. *বাংলা সাহিত্য পত্রিকা*, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা., ষষ্ঠ বর্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৯-৮১।

৭. *বাংলা সাহিত্য পত্রিকা*, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্পা., একাদশ বর্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮।

৮. *মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য গবেষণা পত্রিকা* , বিশেষ সংখ্যা ভারতচন্দ্র-১, প্রথম বর্ষ: দ্বিতীয় সংখ্যা, সত্যবতী গিরি ও সনৎকুমার নস্কর সম্পা., কলকাতা, ভাদ্র-মাঘ, ১৪০৯।

৯. *রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা*, অরুণকুমার বসু সম্পা., দ্বাবিংশ বর্ষ ৩য়-৪র্ষ সংখ্যা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, জুলাই-ডিসেম্বর, কলকাতা, ১৯৮৪।

১০. *লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা*, ডাইনী বিশেষ সংখ্যা, সনৎকুমার মিত্র সম্পা., কার্ত্তিক-পৌষ, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, ১৩৯৫।

১১. *লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা*, লৌকিক দেবদেবীর বাহন বিশেষ সংখ্যা, সনৎকুমার মিত্র সম্পা., কার্ত্তিক-পৌষ, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, ১৪০৬।

১২. *সুচেতনা পত্রিকা*, গৌতম মণ্ডল সম্পা., এক বিংশতিতম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, একচল্লিশতম সংকলন, জ্যৈষ্ঠ , কলকাতা, ১৪২৪।